প্রথম অধ্যায়

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা

(Nature & Task of Sociological Theories)

তত্ত্বের সংজ্ঞা

সাধারণের সংলাপে, দার্শনিক বক্তব্যে, এমনকী বিজ্ঞানের আলোচনায়ও তত্ত্বের ধারণাটি বিভ্রান্তিকর হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের তত্ত্ব উদগাতাদের কাছে ইহা ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গঠনগত দিক থেকে ইহা সম্পূর্ণরূপে কল্পিত ভাবনা (Speculative thinking) থেকে সুদৃঢ়ভাবে সত্যায়িত প্রত্যয় এবং অসংগঠিত ধারণা থেকে সুনির্দিষ্টভাবে সংগঠিত পূর্বনির্ধারণ (Prediction) হতে পারে। আভিধানিক দিক থেকে তত্ত্বের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়। The Shorter Oxford Dictionary তে উল্লেখিত একটি সংজ্ঞায় দেখা যায় তত্ত্ব হল 'A scheme or system of ideas or statements held as an explanation or account of a group of facts or phenomena...a statement of what are held to be the general laws, principles or causes of something known or observed.' অর্থাৎ তত্ত্ব হল এক গুচ্ছ ঘটনার ব্যাখ্যাদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত ধারণা বা বক্তব্যের এক সুসংবদ্ধ বিন্যাস। Scott Appelrouth ও Laura Desfor Edles বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন ঃ অনুশীলন সংশ্লিষ্ট ঘটনাটির ব্যাখ্যা ও পূর্বনির্ধারণ করার ক্ষমতা (explain and predict the phenomena in question) এবং পরীক্ষণযোগ্য ও তাই খণ্ডনযোগ্য প্রকল্প প্রদানের যোগ্যতা (produce testable and then falsifiable hypothesis)।

বস্তুতপক্ষে, সবধরণের তত্ত্বের কাজই হল পর্যবেক্ষিত ঘটনার ব্যাখ্যা করা। কিন্তু, পরীক্ষণযোগ্যতা, ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা, যথার্থতা, পূর্বনির্ধারণের ক্ষমতা ইত্যাদি বিচারে তত্ত্বসমূহ বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রাকৃতিক ঘটনার সর্বজনীন ব্যাখ্যা দানে ও পূর্বনির্ধারণে সমর্থ হওয়ায় তুলনামূলকভাবে

Scanned by CamScanner

উন্নতমানের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব নিম্নমানের হয়ে থাকে। Appelrouth ও Edles এর মতে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব অনেকক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা বা রসায়নের মত সুদৃঢ় বিজ্ঞানের দ্বারা অনুসৃত আদর্শ পদ্ধতি থেকে সুদূরপরাহত থাকে (Sociological theorizing at times falls short of the ideal science practised more closely by "hard" sciences like Physics, Biology & Chemistry)। এক্ষেত্রে অবশ্য কারণ হিসাবে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, সামাজিক দ্বন্দ্ব, বহির্দেশের সঙ্গে যুদ্ধ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, বিশ্বায়নজনিত বাজারের প্রভাব ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণের সূত্রে সমাজের সতত পরিবর্তনশীলতা যথার্থ তত্ত্বনির্দেশ করার ক্ষেত্রে অনুকূল হয় না। দ্বিতীয়ত, জড়বস্তু ও অন্যান্য জীব থেকে মানুষ স্বতন্ত্র হওয়ায় এবং তার আচরণ নিজস্ব স্বার্থ, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তাদের আচরণ সম্পর্কে জড়বিজ্ঞানের ন্যায় সুদৃঢ় তত্ত্ব নির্দেশ সম্ভব হয় না।

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সংজ্ঞা

সমাজতত্ত্বে তত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণাটি সীমিত ও বিস্তৃত অর্থে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। প্রথম ধরণের কয়েকটি সংজ্ঞার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। Talcott Parsons এর মতে তত্ত্ব হল বাস্তব অবস্থা উল্লেখে যুক্তিবদ্ধ কতিপয় ধারণা বিশেষ (a body of logically interdependent generalized concepts of empirical reference)। এখানে কোনো সামাজিক দিক সংক্রান্ত যুক্তি শৃঙ্খলে আবদ্ধ সাধারণ ধারণাগুচ্ছ হল সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব। Merton কিছুটা ভিন্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব হল যুক্তিবদ্ধ প্রস্তাবনাগুচ্ছ যা থেকে বস্তুগত সমরূপতা নির্ধারণ সম্ভব হয় (Sociological theories refer to logically interconnected sets of propositions from which empirical uniformities can be derived)। এখানে প্রস্তাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা যেতে পারে এই দ্বিতীয় সংজ্ঞার পরিশীলিত রূপ পাওয়া যায় Zetterberg এর দেওয়া সংজ্ঞায়। তাঁর মতে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব হল সমাজসম্বন্ধে সুসংগঠিত সূত্র-সম প্রস্তাবনা যা সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হতে পারে (Systematically organized law like propositions about society that can be supported by evidence)। এক্ষেত্রে দেখা যায় Zetterberg সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন— প্রস্তাবনা সূত্রসম হবে এবং সাক্ষ্যদ্বারা সমর্থনযোগ্য হবে। প্রমানযোগ্যতা ছাড়া

Scanned by CamScanner

আরো দুটি বৈশিষ্ট্য K.D. Bailey উল্লেখ করেন। তাঁর মতে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব হল সামাজিক দৃশ্যবস্তুর ব্যাখ্যা ও পূর্বনির্ধারণ নির্দেশক প্রক্রিয়া (Theorising can be defined as the process of providing explanations and predictions of social phenomena)। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, Zetterberg ও Bailey প্রদত্ত তত্ত্বের ধারণা বিজ্ঞান সম্মত হলেও প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে খুব একটা পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে Francis Abraham এর অভিমত হল সূত্রসম প্রমাণ সাপেক্ষ প্রস্তাবনা সমাজতত্ত্বে পাওয়া সুসম্ভব নয়। Turnerও মনে করেন আপাতদৃষ্টিতে তত্ত্ব বলে যা পরিচিত থাকে সেগুলি সমাজের লিখিত রূপকল্প ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুতপক্ষে, বেশির ভাগ তত্ত্বই সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র (much of what is labelled sociological theory is in reality only a loose clustering of implicit assumptions, some basic concepts and various kinds of theoretical statements and formats)। এদিক থেকে বিস্তৃত ও বহুমুখী সংজ্ঞাই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের স্বরূপ নির্দেশে সহায়ক হয়ে থাকে। এরূপ বিচারে R. K. Merton সমসাময়িক কালে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বলতে ছয়টি দিকের উল্লেখ করেন যা হল ঃ পদ্ধতিবিদ্যা (Methodology)। সাধারণ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী (General Sociological Orientations), সমাজতাত্ত্বিক ধারণার বিশ্লেষণ (Analysis of sociological concepts), ঘটনাত্তোর সমাজতাত্ত্বিক সংব্যাখ্যান (Post factum sociological interpretations). বস্তুগত সামান্যীকরণ (Empirical generalization) ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (Sociological theory)। সদৃশ সংজ্ঞা নির্দেশে Calvin Larson এর তালিকায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুমান (Intelligent hunch), প্রতিকল্প (Model) ও আদর্শরূপ (Ideal type) তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেখা যায়।

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও সামাজিক তত্ত্ব

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব যেভাবেই সংজ্ঞায়িত হোক না কেন, সামাজিক তত্ত্বের সাথে সামজতাত্ত্বিক তত্ত্বকে যেন এক করে দেখা না হয়। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বলতে আধুনিক তত্ত্বকে বোঝায়। এক্ষেত্রে সামান্যীকরণ ও বিমূর্তায়ন নিজক্ষেত্রের ধারণা ও তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে, সামাজিক তত্ত্ব (Social Theory) প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিবিধবিদ্যার মুক্ত আঙ্গিনায় গঠন করা হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্বের একক গণ্ডীর বাইরে

Scanned by CamScanner

সাহিত্যিক, নৃতাত্ত্বিক প্রভৃতি অসমাজতাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টায় এরূপ তত্ত্ব গঠিত হয়ে থাকে। S. L. Doshi'র মতে সামাজিক তত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় বিবিধবিদ্যার সংশ্লেষে (In fact social theory is differentiated from sociological theory for its being interdisciplinary)। উত্তর-আধুনিক (Post-modern) দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে চর্চিত হওয়ায় সামাজিক তত্ত্ব উত্তর-আধুনিক তত্ত্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহ থেকে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়। এগুলি হল ঃ—

১। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট সামাজিক দৃশ্যবস্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং বিমূর্ত থাকে।

২। সুনির্দিষ্ট ধারণা এবং যুক্তিবদ্ধ প্রস্তাবনার বিন্যাসে তত্ত্ব গঠিত হয়ে থাকে।

৩। তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা দানে সমর্থ হয়।

৪। এই ব্যাখ্যা দান সদৃশ ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

৫। তত্ত্ব বিষয়গতভাবে সিদ্ধ হয়ে থাকে অর্থাৎ, সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজতত্ত্ববিদ বা অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীর সংশ্লিষ্ট সামাজিক দিক সম্পর্কিত ধারণা ও জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

৬। তত্ত্ব সর্বদাই শর্ত সাপেক্ষ থাকে এবং নূতন সাক্ষ্য ও চিন্তা ভাবনার নিরিখে পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে।

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের উপাদান

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের পূর্বে উল্লেখিত সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি উপাদান পরিলক্ষিত হয় যা হল ধারণা (Concept), প্রস্তাব (Proposition) এবং সূত্র (Laws) বা সূত্রসম প্রস্তাব (Law like propositions)।

ধারণা ঃ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের এক অন্যতম সাংগঠনিক উপাদান হল ধারণা (concept)। Seltiz et al এর মতে গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাবলীর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে তথ্যাবলী সুসংবদ্ধ করার জন্য গবেষককে আবশ্যকীয়ভাবে ধারণার ব্যবহার করতে হয়। তাদের মতে ধারণা হল পর্যবেক্ষিত ঘটনার বিমূর্তায়ন (A concept is an abstraction from observed events)।

Scanned by CamScanner

J. Turner এর মতে এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক বস্তুর বা ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী আলাদা করে সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে বা বস্তুকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা শব্দে (word) প্রকাশিত হয়ে থাকে। এখানে শব্দ বলতে নামিক শব্দ বোঝায় (They name possible or imagined properties of things, people or events)। Turner এর মতে ধারণার একটি বৈশিষ্ট্য হল গবেষকদের কাছে একই অর্থ জ্ঞাপন করা। বিমূর্তায়ন মাত্রা (level of abstraction) অনুযায়ী ধারণা দু'রকম হয়ে থাকে। প্রথম স্তরের (first order) ধারণা এবং দ্বিতীয়স্তরের ধারণা (second order concept) । প্রথম ক্ষেত্রে ধারণা সামাজিক বাস্তবতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কান্বিত থাকে। যেমন—লিঙ্গ, বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি ধারণা সরাসরি বাস্তবের সাথে সংযুক্ত থাকে (concrete concept)। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ধারণা সামাজিক বাস্তবতার সাথে সরাসরি সম্পর্কে থাকে না। যেমন—সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি ধারণা সরাসরি কোনোও ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার নির্দেশক হয় না। এই দ্বিতীয় স্তরের ধারণা বিমূর্ত ধারণা (construct) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। Seltiz et al-এর মতে অনেকসময় বিমূর্ত ধারণা প্রথম স্তরের ধারণা সংশ্লেষে গঠিত হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের ধারণাই গবেষণায় তথ্যসংগ্রহে বা পর্যবেক্ষণে কার্যকরী হয় না, কারণ পর্যবেক্ষণযোগ্য সংজ্ঞা বা প্রাসঙ্গিক চল (variable) নির্দেশ করে না। George C. Homans এই ধরনের ধারণাবলীকে অ-কার্যকরী বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন ঃ "These are nonoperating definitions because they do not define variables that appear in the testable propositions of social science"। এই ধারণা বা বিমূর্ত ধারণার পর্যবেক্ষণযোগ্য বাস্তবানুগ সংজ্ঞা দান করা হলে ঐ সংজ্ঞা দান 'operating definitions' নামে অভিহিত হয়। এক্ষেত্রে ধারণাটি পরিমাপযোগ্য হয়ে চল-এ (variable) পর্যবসিত হয়ে থাকে। যেমন—বুদ্ধি একটি বিমূর্ত ধারণা। বুদ্ধিকে যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যবর্গে (traits categories) প্রকাশিত করে তার পরিমাপ করা যায়, তাহলে বুদ্ধি ধারণাটি চলে (variable) পরিণত হয় এবং বিভিন্ন মান নির্দেশ করায় measured variable নামে পরিচিত থাকে। আবার, লিঙ্গ ধারণাটিকে যদি স্ত্রী এবং পুরুষ দুইভাগে ভাগ করা যায়, ঐ চল categorical variable নামে পরিচিত হয়। এই ধরনের চলের একাধিক মান থাকে না।

Scanned by CamScanner

প্রস্তাব উত্থাপনঃ

মূল ধারণাগুলি গঠনের পর তত্ত্বনির্মাণের পরবর্তী পদক্ষেপ হল এক বা একাধিক প্রস্তাব উপস্থাপন। সাধারণত প্রস্তাব উপস্থাপন হল এক বা একাধিক ধারণা বা চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশক বচন উত্থাপন। J. Turner বলেন : "A proposition is a theoretical statement that specifies the connection between two or more variables"। তাঁর মতে এই ধরনের বচন কোনো এক চলের পরিবর্তন সাপেক্ষে অপর কোনো চলের পরিবর্তনশীলতার দিক নির্দেশ করে থাকে। K.D. Bailey এক-চল (univariate). দ্বি-চল (bivariate) এবং বহু-চল (multivariate) সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপনের উল্লেখ করেন। Turner-এর মতে তত্ত্বের প্রস্তাবগুলি বিমূর্তায়ন মাত্রা অনুযায়ী ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিমূর্ত প্রস্তাবের ধারণাগুলি নির্বিশেষ হয়ে থাকে। ফলে, কোনো বিশেষক্ষেত্রের সামাজিক বাস্তবতার অনুষঙ্গী হয় না। আবার, মূর্ত প্রস্তাবগুলি বাস্তবানুগ হওয়ায় কোনো বিশেষ ক্ষেত্রের সামাজিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত চল সমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করতে সমর্থ হয়ে থাকে। Homans এই ধরণের প্রস্তাবকে 'orienting statement' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে এই ধরনের প্রস্তাব দুটি সামাজিক ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে থাকে (it relates two phenomenon to one another)। প্রস্তাব-উপস্থাপনের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে ঃ

এক-চল প্রস্তাব — বেশিরভাগ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা সহযোগীর সাহায্য গ্রহণ করে।

দ্বি-চল প্রস্তাব — শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যাশিত শিক্ষালাভ না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহযোগীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

বহু-চল প্রস্তাব — শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকার অপ্রতুলতা যথেষ্ট পাঠদানে অন্তরায় হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা সহযোগীর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়।

সূত্র বা সূত্র-সম প্রস্তাবঃ

সূত্র বা সূত্রসম প্রস্তাব সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আর এক গঠনগত উপাদান। বস্তুতপক্ষে, মানুষের সামাজিক আচরণ নিয়মানুগ হয়ে থাকে। Theodore Abel এর মতে এই নিয়মানুগতা (regularities) নির্দেশী বিধিবৎ (formal) প্রস্তাব

Scanned by CamScanner

হল সমাজতাত্ত্বিক সূত্র (Sociological Laws)। কিন্তু লক্ষণীয়, সবধরনের পর্যবেক্ষিত নিয়মানুগতাই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন, কোনো সমাজের বিধি, রীতি-নীতি এক কথায় নৈতিক-কাঠামোর (moral order / axionormative order) প্রতি মান্যতাজনিত (compliance) নিয়মানুগতা তত্ত্বসংশ্লিষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, অনির্দেশিত (unprescribed). উদ্দেশ্যবিরহিত (purposeless) স্বাভাবিক নিয়মানুগতা (natural order) তত্ত্বগঠনে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। Abel পাঁচ ধরনের সূত্রের উল্লেখ করেন ঃ

১। সামাজিক ঘটনাবলির মধ্যে অপরিবর্তনীয় সহাবস্থান নির্দেশী সূত্র। এই ধরনের সূত্রের উদাহরণ—আকার নিরপেক্ষ প্রতিসমাজই স্তরবিন্যাসী হয়ে থাকে। বা, প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যেই সামাজিকীকরণের শুরু হয়ে থাকে।

২। একাধিক সামাজিক ঘটনার মধ্যে সহগমন (covariation) নির্দেশক সূত্র। এই ধরনের সূত্রের উদাহরণ—পরিযান (migration) কোনো স্থানের যথেষ্ট সুযোগের উপস্থিতির সাথে সমানুপাতিক এবং বিপরীত অবস্থানের সাথে ব্যস্তানুপাতী অবস্থান করে থাকে।

৩। উন্নয়নের প্রবনতা নির্দেশীসূত্র। এরূপ সূত্রের উদাহরণ—যেখানে নৃজাতিগত সমস্যা থাকে সেখানে তীব্র নিম্নমুখী সামাজিক সচলতা নৃজাতিকেন্দ্রিক কুসংস্কার (prejudice) গঠনের সহায়ক হয়ে থাকে।

৪। একাধিক সামাজিক ঘটনার মধ্যে পরিসংখ্যাননির্ভর সম্ভাবনা সূত্র। এক্ষেত্রে উদাহরণ হল—শিল্পাশ্রয়ী দেশে সামাজিক সলচতার মাত্রা (degree) পরিবর্তিত হয় শিল্পায়নের মাত্রার সাথে।

৫। একাধিক সামাজিক ঘটনার মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক নির্দেশী সূত্র। এক্ষেত্রে উদাহরণ হল—সাধারণের স্বার্থ চরিতার্থয়নে অংশগ্রহণ সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির এক যথেষ্ট ও প্রয়োজনীয় শর্ত হয়ে থাকে।

উল্লিখিত সূত্রগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সূত্রগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি দ্বারা প্রত্যয়িত হলেও যুক্তিসম্মতভাবে সম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনা ও সূত্রদ্বারাও সমর্থিত হয়ে থাকে। প্রতি সমাজ স্তরবিন্যাসী থাকে সূত্রটি বিভিন্ন ঘটনা যেমন, ব্যক্তিবর্গের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা, তৎসূত্রে শ্রমবিভাজন এবং কর্মনৈপুণ্য ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, সূত্রে নির্দেশিত পরিমাণগত (quantitative) সম্পর্ক সংখ্যায় প্রকাশিত থাকে না। কারণ উল্লেখে বলা যায়,

Scanned by CamScanner

এক্ষেত্রে পরিমাপ ক্রম অনুসারী স্তরের (ordinal level) হওয়ায় সমাজতাত্ত্বিক চলসমূহের (variables) পরীক্ষনমূলক যথার্থ পরিমাপ (Precise measurement) করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, সূত্রগুলি বিশেষক্ষেত্রস্থ (particularistic) হয়ে থাকে। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও স্বার্থবোধ জাত সক্রিয়তা সূত্রে সৃষ্ট সামাজিক বাস্তবতা স্থানবিশেষে ভিন্নধরনের হওয়ায় সূত্রও বিশেষ মাত্রা লাভ করে থাকে।

তত্ত্বনির্মাণ প্রক্রিয়া

তত্ত্বনির্মাণ প্রক্রিয়াকে অনেক সময় গবেষণার বিপরীতে এক পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয় (a process of scholarship as opposed to research)। এধরনের নির্ধারণ সঠিক নয়। কারণ, দুটি প্রক্রিয়াই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তবে, অতিকায় তত্ত্ব (Grand Theory) নির্মাণে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। একাধিক তত্ত্ব থেকে সংশ্লেষাত্মক প্রক্রিয়ায় তত্ত্ব নির্মাণে যেমন Talcott Parsons এর 'Voluntaristic Theory of Social Action' নির্মাণে Marshall, Pareto, Durkheim ও Weber এর তাত্ত্বিক অবদান থেকে উপাদান গ্রহণে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রয়োগ পরিদৃশ্য হয়ে থাকে। এই ধরনের তত্ত্ব বৃহৎ ক্ষেত্রে (macro) প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

এছাড়া, একাধিক গবেষণার প্রাপ্তসংবাদ (Findings) থেকে এক সাধারণ তত্ত্বনির্মাণের ক্ষেত্রেও পাণ্ডিত্য অপরিহার্য হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, Goldthorpe সামাজিক সচলতা সংক্রান্ত সাতটি গবেষণা প্রতিবেদন সূত্রে সমাজে সাতটি শ্রেণি (class) অবস্থানের তত্ত্ব নির্দেশ করেন। Parsons ও Bale-এর 'ক্রিয়াগত অপরিহার্যতা (Functional Imperative) ধারণাও এই প্রক্রিয়ায় একাধিক ক্ষুদ্রগোষ্ঠী (Small Group) গবেষণা সূত্রে নির্মাণ করা হয়েছে।

তবে, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব সবসময় বৃহৎক্ষেত্রিক হয় না ; ক্ষুদ্রক্ষেত্রিক (micro) এবং মধ্যমাকারও (middle-range) হয়ে থাকে যেমন Merton এর 'Role Set' তত্ত্ব। এসব ক্ষেত্রে তত্ত্বনির্মানের সাথে সামাজিক গবেষণা এক ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে তত্ত্ব নির্মাণের প্রক্রিয়া হিসাবে Walter Wallace দুই ধরনের প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেন—আরোহী তত্ত্বনির্মাণ প্রক্রিয়া (Inductive Method) এবং অবরোহী তত্ত্বনির্মাণ প্রক্রিয়া (Deductive Method)। এই দুই প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া থাক।

Scanned by CamScanner

আরোহী তত্ত্বনির্মাণ প্রক্রিয়া

আরোহী তত্ত্বনির্মাণ প্রক্রিয়ায় একটি বিষয় মনোনীত করে ঐ বিষয়সংক্রান্ত কতকগুলি অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বিশদ পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই পর্যবেক্ষণ সূত্রেই ধারণা পরিশীলিত হয় এবং বস্তুগ্রাহ্য সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে Rubin & Babbie বলেন : "Very often social scientists begin constructing a theory by observing aspect of social life seeking to discover patterns that may point to more or less universal principles"। Walter Wallace-এর মতে আরোহী প্রক্রিয়া শুরু হয় পর্যবেক্ষণে এবং শেষ হয় প্রকল্পনির্মাণে। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রাক-ধারণা বা জ্ঞান-এর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার, উপায়, কৌশল যেমন, প্রশ্নমালা, সূচক, পরিমাপক ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অতঃপর, সংগৃহীত তথ্যাবলী সংক্ষেপায়ন ও বিশ্লেষণ করে সাধারণ সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়ে থাকে। Baker-এর মতে এই স্তরে গবেষক "is moving from seeing to knowing, from observing to naming, from taking in the variety and range of sights to sorting these out into patterns that make the variety comprehensive...the scientist is looking for regularities." এই সাধারণ সিদ্ধান্তগুলির নিরিখেই তত্ত্বনির্মাণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু, এই তত্ত্বনির্মাণ সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে সরাসরি করা যায় না, এক্ষেত্রে দুটি সোপানের উল্লেখ পাওয়া যায়। Karl Popper এর মতে যুক্তিনিরপেক্ষ কল্পনা আশ্রিত সৃজনশীল উল্লম্ফন (leap) প্রক্রিয়ায় এই তত্ত্বনির্মাণ করা হয়ে থাকে। R. K. Merton-এর মতে বস্তুগ্রাহ্য সাধারণ সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ব্যতিক্রমী অপ্রত্যাশিত সংবাদ (serendipity) সূত্রে অনেক সময় তত্ত্বনির্মাণ করা হয়ে থাকে। যে সোপান ধরেই তত্ত্বনির্মাণ করা হোক না কেন, ধারণা এবং প্রস্তাব উত্থাপন তার উপকরণ হয়ে থাকে। এই উপকরণগুলি অবরোহীযুক্তি ক্রমে বিন্যস্ত করলে তত্ত্বনির্মাণ হয়ে থাকে। এই তত্ত্ব থেকে প্রকল্প গঠন করে সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা বা পূর্বনির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় বস্তুগ্রাহ্য তত্ত্ব বা ভূমিস্থ তত্ত্ব এবং মধ্যমাত্রার তত্ত্ব (Middle range theory) নির্মিত হয়ে থাকে। Barney Glaser এবং Anslem Strauss (1967) এই ভূমিস্থ তত্ত্বের নাম প্রবর্তন করেন। ভূমিস্থ তত্ত্বের উদাহরণ হিসাবে Erving Goffman এর মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের ব্যবহার (১৯৬১) সংক্রান্ত তত্ত্বনির্দেশ এবং দৈহিক বিগঠন জনিত সত্তাহীনতা

Scanned by CamScanner

(১৯৬৩) তত্ত্বের উল্লেখ করা যায়। মধ্যমাত্রা তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন R. K. Merton। ভূমিস্থ তত্ত্ব বিশেষ সামাজিক ক্ষেত্র নির্ভর এবং সম্পূর্ণরূপে বস্তুগ্রাহ্য হয়ে থাকে, মধ্যমাত্রার তত্ত্ব অতিবিমূর্ত তত্ত্ব (Grand theory) এবং মূর্ত তত্ত্বের (Empirical theory) মধ্যস্তরে অবস্থান করে।

Merton মধ্যম মাত্রার তত্ত্ব (Middle range theory) সম্পর্কে বলেন : "It is intermediate to general theories of social systems which are too remote from particular classes of social behaviour, organisation and change to account for what is observed and those detailed orderly descriptions of particulars that are not generalized at all। বিমূর্তায়নের দিক থেকে এই তত্ত্ব মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে। পর্যবেক্ষিত তথ্যাবলী সূত্রে প্রস্তাব উপস্থাপনা সন্নিবেশে এই তত্ত্ব গঠিত হয়ে থাকে। ফলে, বাস্তবের নিরিখে যাচাইযোগ্য হয়ে থাকে। প্রয়োগের দিক থেকে এই তত্ত্বের ক্ষেত্র ভূমিস্থ তত্ত্ব বা বস্তুগ্রাহ্য তত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে বৃহত্তর হয়ে থাকে। তাঁর দুষ্ক্রিয়তা তত্ত্ব (Theory of Deviance), ভূমিকা বৃত্ত তত্ত্ব (Role-set theory) নির্দেশক গোষ্ঠী তত্ত্ব (Reference group) মধ্যবর্তী তত্ত্বের উদাহরণ।

অবরোহী তত্ত্বনির্মাণ ঃ এইরূপ তত্ত্বনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথমে অবরোহী প্রক্রিয়ায় কোনো তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাব-উপস্থাপন থেকে প্রকল্প গঠন করা হয়ে থাকে। অতঃপর পর্যবেক্ষণ দ্বারা বাস্তবক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ করে, ঐ তথ্য বিশ্লেষণ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের নিরিখে প্রকল্পটি পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। Baker এর মতে এই প্রক্রিয়ায় "already developed theories are used to generate hypothesis that can be tested with new observations." এই প্রকল্প পরীক্ষণে কয়েকটি পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। প্রকল্প গঠনের পর প্রকল্পটি কার্যকরী প্রকল্পে রূপান্তরিত করতে হয়। এরপর, পরিমেয় দিকগুলি ঠিক করে যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাপক মনোনয়ন করতে হয়। অতঃপর পরিমাপক প্রয়োগে পরিমাপ সমাপন করে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়। বিশ্লেষনোত্তর প্রাপ্তসংবাদ সূত্রেই প্রকল্প পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকল্প পরীক্ষণ করা যেতে পারে। এই পরীক্ষণ সূত্রে প্রকল্প গ্রাহ্য হলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আবার, প্রকল্প অগ্রাহ্য হলে তত্ত্বটি প্রশ্নমূলক হয়ে পরিবর্তিত বা ক্ষেত্র বিশেষে পরিশীলিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় উপস্থিত তত্ত্বের নব-নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ ঘটে থাকে। তবে,

Scanned by CamScanner

এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কোনো তত্ত্বের পরিবর্তন, পরিশীলন ইত্যাদি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব গঠনের সহায়ক হয়ে থাকে। Beek এবং Tolany'র (1990) বিচার-বিযুক্ত মৃত্যুদণ্ড (lynching) সম্পর্কিত গবেষণা এই প্রক্রিয়ার উদাহরণ। তাঁরা প্রথমে অর্থনৈতিক দুরবস্থা (economic distress) এবং বিচার-বিযুক্ত মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব থেকে অবরোহী প্রক্রিয়ায় প্রকল্প গঠন করেন। অতঃপর প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্যাবলীর বিশ্লেষণকৃত প্রাপ্তসংবাদ দ্বারা ঐ তত্ত্বটি সমর্থিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে H. Edward Ransford (1968) কৃত একটি গবেষণার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Los Angels এর Watts নামক কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত শহরতলীতে ১৯৬৫ সালে ১১ই অগাস্ট ঘটিত এক বর্ণদাঙ্গায় কৃষ্ণাঙ্গদের হিংসাত্মক ভূমিকায় ৩৫ জন মারা যায় এবং প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণাঙ্গরা পূর্বে শান্তিপ্রিয় থাকায়, Ransford এই ঘটনার বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হন। তিনি চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন সংক্রান্ত রচনাদি পাঠ করে এক তাত্ত্বিক অবধারণ এর সন্ধান পান। এই তত্ত্বে বলা হয় সামাজিক নিঃসঙ্গতা (social isolation) এবং ক্ষমতাহীনতা (powerlessness) রাজনৈতিক হিংস্রতার (political violence) সাথে সম্পর্কান্বিত থাকে। এই তত্ত্ব থেকে Ransford দু'টি প্রকল্প নির্মাণ করেন—(ক) কৃষ্ণাঙ্গদের যে অংশ সামাজিক মূলস্রোত থেকে (শ্বেতাঙ্গদের থেকে) বেশি বিচ্ছিন্ন থাকে সেই অংশ অপর অংশের চাইতে বেশি দাঙ্গাপ্রবণ হয়ে থাকে ; (খ) কৃষ্ণাঙ্গদের যে অংশ অপর অংশের চাইতে বেশি ক্ষমতাহীন থাকে সেই অংশ অপর অংশের চাইতে বেশি দাঙ্গাপ্রবণ হয়। এরপর সামাজিক নিঃসঙ্গতা এবং ক্ষমতাহীনতা ধারণা দুটির কার্যকরীকরণ (operationalization) করা হয়ে থাকে। সামাজিক নিঃসঙ্গতা পরিমাপের জন্য শ্বেতাঙ্গদের সাথে কৃষ্ণাঙ্গদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন সংগঠনে, পাড়ায়) সম্পর্ক (contact) সংক্রান্ত সংবাদ সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্ষমতাহীনতা পরিমাপের জন্য কতকগুলি বচন (statement) সম্পর্কে সহমত পোষণ বা ভিন্নমত পোষণ সংক্রান্ত উত্তর চাওয়া হয়ে থাকে। যেমন, একটি বচন হল ঃ পৃথিবী মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবানদের দ্বারা পরিচালিত হয়, এ ব্যাপারে চুনো পুঁটিদের কিছু করার নেই (The world is run by the few people in power and there is not much the little guy can do about it)। এলাকার কৃষ্ণাঙ্গদের এক নমুনার উপর সমীক্ষা চালিয়ে তথ্যসংগ্রহ করে

Scanned by CamScanner

সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গদের সামাজিক নিঃসঙ্গতা ও ক্ষমতাহীনতার মানক্রমে উচ্চ-নিম্ন শ্রেণীবিভক্ত করা হয়ে থাকে। এছাড়া, কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার অর্জনের জন্য অহিংস আন্দোলনে শামিল হবে কিনা, কোনো সময় অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছে কিনা, এই দুই ধরনের প্রশ্ন করা হয়ে থাকে তাদের দাঙ্গায় অংশগ্রহণ পরিমাপ করার জন্য। সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে বেশি নিঃসঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গদের ৪৪% সহিংস আন্দোলনে সামিল হতে রাজী থাকে। বিপরীতক্রমে, অপেক্ষাকৃত কম নিঃসঙ্গদের ১৭% দাঙ্গায় অংশগ্রহণে রাজী থাকে। সদৃশভাবে ক্ষমতাহীনতায় শীর্ষদের ৪১% এবং ক্ষমতাহীনতায় নিম্ন অবস্থানকারীদের ১৬% সহিংস আন্দোলনে সামিল হতে আগ্রহী থাকে। এছাড়া, দেখা যায় যারা সহিংস আন্দোলনে বা দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করেছিল (১৬ জন) তাদের মধ্যে ১ জন বাদে সকলেই ক্ষমতাহীনতার শীর্ষে ছিল এবং ৩/৪ অংশ শ্বেতাঙ্গদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই প্রাপ্তসংবাদ Ransford গঠিত প্রকল্পগুলির অনুকূলে সাক্ষ্য বহন করে। অতএব, সংশ্লিষ্ট তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের বিভিন্নরূপ

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের রূপ নির্দেশ দুই দিক থেকে করা যায়-ক্ষেত্রগত এবং গঠনগত। ক্ষেত্রগত (Scope) দিক থেকে তত্ত্বের রূপ বলতে বৃহৎক্ষেত্রিক তত্ত্ব (Macro Theory) ও ক্ষুদ্রক্ষেত্রিক তত্ত্ব (Micro Theory) উল্লেখ করা হয়ে থাকে। গঠনগত দিক থেকে তিন ধরনের তত্ত্ব উল্লেখিত হয় যা হল— বিধিবৎ তত্ত্ব (Formal Theory) স্বতঃসিদ্ধ নির্ভর তত্ত্ব (Axiomatic Theory) এবং বস্তুগ্রাহ্য তত্ত্ব (Empirical Theory) প্রথমে ক্ষেত্রগত দিক থেকে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের রূপগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।

বৃহৎক্ষেত্রিক তত্ত্ব

বৃহৎক্ষেত্রিক তত্ত্বের আলোচক্ষেত্র প্রশস্ত থাকে। এক্ষেত্রে আলোচনার একক (Units of analysis) হয় সমগ্র সমাজ, সমাজের কাঠামো, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। Talcott Parsons এর Social System Theory, P.A. Sorokin এর Socio Cultural Dynamics তত্ত্ব এই শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত। এক বিশদ ধারণা কাঠামো (Conceptual framework) ও পরস্পর সম্পর্কিত প্রস্তাবমালা (Interrelated Propositions) প্রদান করে সমাজের সার্বিক দিক ব্যাখ্যাদানের তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরী করায় ইহা মৌলধর্মী (foundational) তত্ত্ব হিসাবে পরিগণিত হয় (অন্য কোনো তত্ত্বের অবদান স্থান পায় না)।

Scanned by CamScanner

ক্ষুদ্রক্ষেত্রিক তত্ত্ব

এই তত্ত্বের প্রসারতা কেন্দ্রীভূত থাকে। বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া সামাজিক দুষ্ক্রিয়তা, শ্রমিক শ্রেণির বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি ইহার আলোচ্য ক্ষেত্র থাকে। এক্ষেত্রে আলোচনা এককও ক্ষুদ্র হয়। ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা, ক্ষুদ্র ইত্যাদি একক এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। Merton এর Middle Ran Theory অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা বৃত্ত (Role set) তত্ত্ব, Pareto'র প্রবরদের আ (Circulation of Elite) তত্ত্ব এরূপ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে আলো একক সম্পর্কে মূর্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়ে থাকে। ইহা সমাজের বি বিশেষ দিক সংশ্লিষ্ট হওয়ায় Substantive Theory নামেও অভিহিত হয়ে থা এই ধরণের তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষণযোগ্য হয়ে থাকে।

এখন গঠনগত দিক থেকে তত্ত্বের বিভিন্ন রূপের পরিচয় (Formats Theory) দেওয়া যাক।

তত্ত্বের গঠন বৈচিত্র

তত্ত্বে উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহের (propositions) বিন্যাস ও বিমূর্তায়নের মা অনুসারে তত্ত্বের কাঠামোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়—নিয়ম আবদ্ধ ত (formal theory), স্বতঃসিদ্ধ নির্ভর তত্ত্ব (axiomatic theory) এবং বস্তুগ্রা তত্ত্ব (empirical theory)। প্রথম ধরনের তত্ত্বে পরিমাণবাচক সাধারণ সূ (quantitative general laws) নির্দেশ করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বেশি প্রাসঙ্গিক হয়। সমাজবিজ্ঞানে এই ধরনের তত্ত্বনির্মা প্রচেষ্টা খুব বেশি সফল হয় নি। এ প্রসঙ্গে Bailey বলেন ঃ "soci researchers have been much less successful in using form theory than have physical scientists"। আবার, বস্তুগ্রাহ্য তত্ত্ব কো ক্ষেত্রে গবেষণার প্রাপ্তসংবাদ (simply research findings) মাত্র। Blackwe Dictionary of Sociology তে এই তত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয় ঃ "The simples kind of statement about how things work is an empiric generalization, which is an observation about how two or mo variables are related"। এইরূপ সিদ্ধান্ত অনেকের কাছে তত্ত্ব হিসাবে গৃহী হয় না (Zetterberg)। এদিক থেকে সমাজবিজ্ঞানের যথার্থ এবং উপযো তত্ত্ব হিসাবে অবস্থান করে স্বতঃসিদ্ধ নির্ভর তত্ত্ব (axiomatic theory)।

Scanned by CamScanner

স্বতঃসিদ্ধ নির্ভর তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলি হল স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃসিদ্ধ অর্থ হল এগুলি সবই সত্য। একাধিক স্বতঃসিদ্ধের ইঙ্গিতবাহী পারস্পরিক সম্পর্কে উপপাদ্য (theorem) গঠন করা হয়ে থাকে। K. D. Bailey র অনুসরণে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

স্বতঃসিদ্ধ—১ঃ কেন্দ্রীকরণ যত বেশি হয়, নিয়মতান্ত্রিকতা তত বেশি হয় (হ্বেবার)

স্বতঃসিদ্ধ—২ঃ নিয়মতান্ত্রিকতা যত বেশি হয়, কুশলতা তত বেশি হয় (হ্বেবার)

এই দুই স্বতঃসিদ্ধ থেকে কেন্দ্রীকরণ এবং কুশলতার মধ্যে ইঙ্গিতবাহী সম্পর্কসূত্রে নিম্ন উপপাদ্যটি গঠন করা যায় ঃ

উপপাদ্য—৩ঃ কেন্দ্রীকরণ যত বেশি হবে, কুশলতা তত বেশি বাড়বে।

স্বতঃসিদ্ধদ্বয় যদি সত্য হয়, এই উপপাদ্যও অবশ্যম্ভাবীভাবে সত্য হবে। এই স্বতঃসিদ্ধ-সংখ্যা বাড়িয়ে উপপাদ্যকে আরো বেশি বিমূর্ত (grand theory) করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল স্বতঃসিদ্ধগুলির সত্যতা সম্পর্কে অনেকক্ষেত্রেই অবগত হওয়া যায় না। তাই, গবেষণায় সত্যায়িত প্রকল্পকে স্বতঃসিদ্ধ রূপে অন্তর্ভুক্ত করে এই ধরনের তত্ত্বগঠন করা যায়। এক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সংশ্লেষাত্মক তত্ত্ব (synthetic theory) নামে পরিচিত হয়ে থাকে। আবার, অনেক সময় সব স্বতঃসিদ্ধ পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে উপপাদ্যটি পরীক্ষা করে দেখা হয়ে থাকে। Coleman এই ধরনের তত্ত্বকে ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব (explanatory theory) নামে অভিহিত করেন।

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের কার্যাবলি

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ধারণাটি তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের দ্যোতক হলেও ইহার গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারিতা আছে। ইহার প্রধান কার্যাবলির কিছু দিক এখন উল্লেখ করা যাক :

১। ফলপ্রসু তত্ত্ব-অবধারণ সম্ভাবনাময় গবেষণামূলক সমস্যা (Research Problem) এবং অর্থবহ প্রকল্পের (Hypothesis) আধার হয়ে নূতন নূতন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা অনুপ্রেরিত করে থাকে।

২। তাত্ত্বিক অবধারণ সামাজিক বাস্তবতার পূর্বনির্ধারণ করতে সমর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, Durkheim এর আত্মহনন (Suicide)

Scanned by CamScanner

তত্ত্ব অনুসরণে কোনো ক্ষেত্রে বা গোষ্ঠীতে সামাজিক সংহতির (Social cohesions) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আত্মহননের প্রবণতার দিক নির্দেশ করা যায়।

৩। তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট ধারণা-কাঠামোর আধারে সামাজিক বাস্তবতার পর্যবেক্ষিত সমরূপতা (uniformity) এবং নিয়মানুগতার (regularity) ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

৪। তত্ত্ব একাধিক বস্তুমুখী গবেষণার (empirical research) প্রাপ্ত সংবাদকে (findings) সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে সম্পর্কান্বিত করে অর্থবহ করে থাকে।

৫। তত্ত্ব গবেষনায় প্রাসঙ্গিক প্রকল্প এবং নির্দিষ্ট চলের (variables) ইঙ্গিত দিয়ে গবেষণার তথ্যসংগ্রহ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে এবং গবেষণাকে পরিচালিত করে থাকে।

৬। তত্ত্ব গবেষনার হাতিয়ার হিসাবেও কাজ করে থাকে। গবেষনার নকশা নির্মাণে, তথ্য পরিমাপে ও পরিমানিতকরনে (quantification) এবং প্রকল্প পরীক্ষণে তত্ত্ব সহায়ক হিসাবে এই কাজ করে থাকে।

৭। এছাড়া, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব কিছু ক্ষেত্রে সমাজের প্রকৃত চরিত্র চিত্রায়ণ করে সমাজ পরিবর্তনের এক কার্যকর কর্মসূচি উত্থাপন করে থাকে। মাকর্সীয় শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে নারীবাদী তত্ত্বের (Feminist Theory) কার্যকারিতা এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

Abel Theodore (1980) The Foundation of Sociological Theory (1st Indian edn) Delhi, Rawat Publication

Abraham, Francis M. (1982) Modern Sociological Theory (4th imprint) New Delhi, Oxford University Press

Appelrouth Scott & Laura Desfor Edles (2007) Sociological Theory in the Contemporary Era. California Thousand Oak, Pine Forge Press

Scanned by CamScanner